প্রথম অধ্যায়

⏭ বাংলাদেশে চারুকলা শিক্ষার ইতিহাস

শিক্ষার্থীরা যা জানবে–

- বাংলাদেশে চারব ও কারবকলা শিৰার সংৰিপ্ত ইতিহাস
- বাংলাদেশে চারবকলা শিৰার পথিকৃৎ শিল্পীদের অবদান
- সমাজে শিল্প শিৰার প্রয়োজনীয়তা

বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

■ শুদ্ধ বাক্যে টিক চিহ্ন (√) দাও :

১. যারা ছবি আঁকেন তারা হলেন– নাট্যশিল্পী/ চিত্রশিল্পী✓/ নৃত্যশিল্পী।

২. যারা নাটকে ও চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন তারা– কারুশিল্পী/ অভিনেতা✓/ চিত্রশিল্পী।

৩. যারা চমৎকার গান গাইতে পারেন তারা হলেন– অভিনেতা/ সংগীতশিল্পী✓/ নাট্যশিল্পী।

৪. শিশুকে ছবি আঁকা শেখাবার জন্য প্রথমেই– ভালো করে নিয়ম-কানুন শিখিয়ে দিতে হয়/প্রথমেই নিজের ইচ্ছেমতো আঁকতে দিতে হয়✓।

৫. সাধারণত– ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে ধীরে ধীরে ছবি আঁকার নিয়ম-কানুনগুলো জেনে শিশু ছবি আঁকা ভালো✓/ ১ম শ্রেণি থেকে নিয়মকানুন জেনে ছবি আঁকবে।

৬. আদিম মানুষেরা– ক্যানভাসে ছবি আঁকত/ গুহার গায়ে ছবি আঁকত✓/ কাগজে ছবি আঁকত।

৭. আদিম মানুষেরা ছবি আঁকার রং তুলি– শহরের দোকান থেকে সংগ্রহ করত/ নিজেরা মাটি, পশুর চর্বি ও পাথর সুঁচালো করে তৈরি করে নিত✓।

৮. প্রায় পনেরো-ষোলো শতক পর্যন্ত শিল্পীরা– বড় বড় আর্ট কলেজে গিয়ে ছবি আঁকা শিখত/ গুরু বা শিল্প শিক্ষকের ছবি আঁকার কাজে সহায়তা করতে যেয়ে গুরুর কাছেই শিখে নিত✓।

৯. পাকিস্তান সরকার– নিজেরাই আর্ট কলেজ তৈরি করে তারপর শিল্পীদের ডাকেন/ চিত্রশিল্পী জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, শফিউদ্দিন আহমেদ, আনোয়ারুল হক, শফিকুল আমিন প্রমুখদের দাবির কারণে শিল্পশিক্ষার প্রতিষ্ঠান শুরু করেন✓।

১০. ছবি আঁকা শেখার প্রথম প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল– গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ/ গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট✓।

১১. গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউটের যাত্রা শুরু হয়– ১৪ই আগস্ট ১৯৪৭/ ১৫ই নভেম্বর ১৯৪৮✓/ ২২শে আগস্ট ১৯৪৮।

১২. শিল্পকলা শিক্ষার নিজস্ব ভবন– বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদেই গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউটটির ক্লাস শুরু হয়/ নবাবপুরে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের মাত্র ২টি কামরায় শুরু হয়✓।

১৩. উন্নত সমাজ গঠনে প্রকৌশলী, ডাক্তার ও বিজ্ঞানীর মতো– চিত্রশিল্পীদেরও ভূমিকা রয়েছে✓/ চিত্র শিল্পীরা শুধু নিজেদের জন্য ও প্রদর্শনী করার জন্য ছবি আঁকে।

■ সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ শিশু বয়সে ও বিদ্যালয়ে পড়ার সময় কীভাবে ছবি আঁকবে?

উত্তর : শিশু বয়সে শিশুরা নিজেদের ইচ্ছেমতো নিজের চিন্তা ও স্বপ্ন অনুযায়ী ছবি আঁকবে এবং সাধারণত ষষ্ঠ শ্রেণিতে শিশু ছবি আঁকার নিয়মকানুন জেনে ছবি আঁকার চেষ্টা করবে। সংগীতশিল্প কিংবা নাট্যশিল্পের মতো চিত্রশিল্পও একটি সৃজনশীল শিল্প। শিশু বয়স থেকেই এই শিল্পের চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে অধিক পারদর্শিতা অর্জন করা যায়। শিশু বয়সে ছবি আঁকার ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মকানুন জেনে ছবি আঁকার চেয়ে তাদের ধীরে ধীরে ইচ্ছেমতো ছবি আঁকার উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তাদেরকে কখনো নির্দেশ দিয়ে ছবি আঁকানো উচিত নয়। তারা এ সময় ছবি আঁকার ক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছা, স্বাধীনতা এবং চিন্তার প্রতিফলন ঘটাবে। আর বিদ্যালয়ে পড়ার সময় বিশেষত ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে তারা ছবি আঁকার বিভিন্ন নিয়মকানুনের সাথে পরিচিত হতে শুরু করবে। এ সময় থেকেই তারা ছবি আঁকার ক্ষেত্রে এসব নিয়মকানুনের প্রয়োগ ঘটাতে শুরু করবে।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ বর্তমান বাংলাদেশে বা পূর্ব পাকিস্তানে কীভাবে, কোন সময়ে এবং কাদের চেষ্টায় শিল্পকলা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটির প্রথম নাম কী ছিল?

উত্তর : দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, আনোয়ারুল হক, শফিউদ্দিন আহমেদ, শফিকুল আমিন প্রমুখ বাঙালি চিত্রশিল্পীরা বাংলাদেশ বা পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় একটি চারুকলা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হন। এক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হন। তৎকালীন সময়ে সমাজে ছবি আঁকার তেমন কোনো গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। এছাড়া তারা সরকারের পৰ থেকেও বাধার সম্মুখীন হন। চিত্রশিল্পীরা শিল্পশিক্ষার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সরকারকে প্রস্তাব দেয়। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ধর্মের অজুহাতে শিল্পীদের এই প্রস্তাব বাতিল করে দেয়। শিল্পীরা এতে দমে না গিয়ে সর্বাত্মক চেষ্টা চালান। তাদের আপ্রাণ চেষ্টায় অবশেষে ঢাকাতে শিল্পকলা শিক্ষার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৮ সালে ১৫ই নভেম্বর নবাবপুরে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের দুটি কামরায় এই প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয়। এর নামকরণ করা হয় গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট। ১৯৪৮ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার জন্য শিল্পীরা সরকারকে কোন কোন উদাহরণ দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বুঝিয়েছিলেন?

উত্তর : বাঙালি চিত্রশিল্পীরা ঢাকাতে আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবি করলে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তাদের দাবি বাতিল করে দেয়। কিন্তু শিল্পীরা পিছপা হননি।

তাঁরা সরকারকে বোঝালেন যে নতুনরূ পে দেশ গড়তে এবং সুন্দর ও রুচিশীল সমাজ গড়তে এই শিল্পের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এক্ষেত্রে তারা সরকারকে কয়েকটি উদাহরণ দেন। যেমন :

ক. সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে এবং বিভিন্ন রোগ থেকে নিরাময় পেতে ছবি এঁকে পোস্টার তৈরি করে খুব সহজেই সাধারণ মানুষকে বোঝানো যেতে পারে। দেশে লেখাপড়া জানা মানুষের সংখ্যা কম থাকায় বইপুস্তকে লেখালেখি করে এটি বোঝানো সম্ভব নয়।

খ. বিভিন্ন সরকারি প্রচারকার্যে যেমন : রাস্তায় হাঁটাচলা, বাস-ট্রাক চলাচলের নিয়মকানুন ইত্যাদির জন্য পোস্টার ও প্রচারপত্রের জন্য শিল্পীর প্রয়োজন হবে।

গ. কৃষিসংক্রান্ত বিষয় যেমন সহজে চাষ করা, সেচ দেয়া, পোকামাকড় থেকে সাবধান থাকা, কৃষিফলন বৃদ্ধি করার উপায়সহ বিভিন্ন বিষয়ে ছবি এঁকে সাধারণ কৃষককে বোঝানো যায়।

ঘ. মানচিত্র আঁকা, স্কুল-কলেজের বইয়ের জন্য ছবি আঁকা, চিকিৎসাবিদ্যা ও কারিগরিবিদ্যার বিভিন্ন বইপুস্তকের জন্য দক্ষ শিল্পীর প্রয়োজন রয়েছে।

ঙ. সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত নতুন দেশে ধীরে ধীরে শিল্পকারখানা গড়ে উঠবে। কারখানায় উৎপাদিত পণ্যসমূহ বাজারে সরবরাহ ও বিদেশে রপ্তানি করতে হলে নানারকম রঙে মোড়ক তৈরি করতে হবে। মোড়কে নকশা ও ছবি আঁকতে হবে। ছবি এঁকে এসব পণ্যের বিজ্ঞাপন করতে হলে শিল্পীর প্রয়োজন হবে।

বাঙালি শিল্পীরা তৎকালীন পাকিস্তান সরকারকে এসব উদাহরণ দিয়ে গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব বুঝিয়েছিলেন।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ প্রথম বছর কতজন ছাত্র ভর্তি হয়েছিল? তাদের সম্পর্কে লেখ?

উত্তর : ১৯৪৮ সালের ১৫ই নভেম্বর গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এদেশে শিল্পশিৰার সূচনা হয়। এটি প্রতিষ্ঠার পর প্রথম বছর প্রথম ব্যাচে বারোজন ছাত্র ভর্তি হয়। এসব ছাত্ররা এখান থেকে শিক্ষালাভ করে পরবর্তীকালে দেশের শিল্পশিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। প্রথম ব্যাচের বারোজন ছাত্রের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শিল্পী আমিনুল ইসলাম এবং শিল্পী সৈয়দ শফিকুল হোসেন। বাকি দশজনের বেশিরভাগই চিত্রশিল্পী হিসেবে বা চিত্রকলাকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করে সমাজে চিত্রশিল্পের অপরিহার্যতা বোঝাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন। আমিনুল ইসলাম এদেশের শিল্পকলা চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যান। এদেশের শিল্পকলার ধারাবাহিক উন্নতিতে তার অসামান্য অবদান রয়েছে। আমিনুল ইসলাম ও সৈয়দ শফিকুল হোসেন চারবকলা ইনস্টিটিউটের অধ্যৰ হিসেবেও দীর্ঘদিন নিয়োজিত ছিলেন। তাদের সকলের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে নিজস্ব শিল্পচেতনার একটি বৈশিষ্ট্য ও রূ প প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ প্রথম ১২ বছরে শিক্ষা লাভ করে কোন কোন শিল্পীরা দেশের সংস্কৃতি বিকাশে ও শিল্পকলা শিক্ষায় অবদান রেখেছেন?

উত্তর : বাঙালি চিত্রশিল্পীরা দেশে শিল্পশিক্ষার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার দাবি করেছিলেন। তার ফলাফল ছিল গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠার পর এখান থেকে অধ্যয়নকারীরা দেশের সংস্কৃতি বিকাশে ও শিল্পকলা শিক্ষায় অবদান রাখতে শুরু করেন। প্রথম বারো বছরের শিল্পশিক্ষায় যাঁরা এসেছিলেন তারা তাদের শিক্ষকদের সাথে একতাবদ্ধ হয়ে এ কাজে সম্পৃক্ত হন। ফলে এদেশের শিল্পকলায় একটি স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য আনয়ন করা সম্ভব হয়। শিল্পকলা বিভাগ আন্তর্জাতিক মান অর্জন করতে সক্ষম হয়। প্রথম বারো বছরে শিক্ষালাভ করে যেসব শিল্পী দেশের সাংস্কৃতিক বিকাশে অবদান রাখেন তাদের মধ্যে কাইয়ুম চৌধুরী, রশীদ চৌধুরী, মূর্তজা বশীর, আবদুর রাজ্জাক, আবদুল বাসেত, হামিদুর রহমান, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, সমরজিৎ রায় চৌধুরী, হাশেম খান, রফিকুন নবী, নিতুন কুণ্ডু, দেবদাস চক্রবর্তী, আবু তাহের, মাহমুদুল হক, মনিরুল ইসলাম, আবুল বারক আলভী প্রমুখ অন্যতম।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ ছবি আঁকতে গিয়ে তোমার কী কী অনুভূতি কাজ করে?

উত্তর : ছবি আঁকতে গিয়ে আমার বিভিন্ন রকম অনুভূতি কাজ করে। যেমন : প্রকৃতির ছবি আঁকতে গিয়ে যেন মনে হয় প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যাই, ভাষা আন্দোলনের ছবি আঁকতে গিয়ে মনের মধ্যে সংগ্রামী চেতনা জাগ্রত হয়। এরকম বিভিন্ন বিষয়ে ছবি আঁকার ৰেত্রে বিভিন্ন অনুভূতি কাজ করে।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ চারু ও কারুকলা চর্চার গুরুত্বসমূহ কী কী?

উত্তর : চারব ও কারবকলা চর্চা দেশের বা জনগণের জন্য খুবই গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। চারব ও কারবকলার মাধ্যমে দেশের সংস্কৃতি, দেশের ঐতিহ্য ফুটিয়ে তোলা যায়। ছবি যেকোনো ভাষা বুঝতে সহজ করে দেয়। তাছাড়াও মানচিত্র আঁকা, স্কুল-কলেজের পুস্তকের জন্য ছবি আঁকা ইত্যাদির জন্য চারব ও কারবকলা চর্চার গুরবত্ব রয়েছে।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ মহান মুক্তিযুদ্ধে চিত্রশিল্পীদের অবদান কী?

উত্তর : মহান মুক্তিযুদ্ধে চিত্রশিল্পীরা অসামান্য অবদান রেখেছেন। তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রচারে পোস্টার আঁকা, কার্টুন আঁকা, প্রচারমূলক নানারকম ছবি আঁকা, বঙ্গবন্ধুর ৬ দফার লোগো প্রচারের পোস্টার ও মঞ্চসজ্জা, বাঙালিদের সম্পদ লুট করে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নের দৃশ্য, ২৫ মার্চে বাঙালিদের গুলি করে হত্যার দৃশ্য এঁকে বিভিন্নভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে মহান মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রেখেছিলেন।

পরীক্ষা প্রস্তুতি

এ অংশে সংযোজন করা হয়েছে– সেরা স্কুলসমূহের বহুনির্বাচনি ও সংৰি প্তপ্রশ্ন ও উত্তর। তাছাড়াও রয়েছে বিষয়ক্রম অনুযায়ী অভিজ্ঞ বিষয়শিৰ ক প্রণীত বহুনির্বাচনি ও সংৰি প্তপ্রশ্ন ও উত্তর। যা যথাযথ অনুশীলন শিৰ াথীদের পরীৰা প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

■ বিষয়ক্রম অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

➲ পাঠ : ১ ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ০২

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. **যারা ছবি আঁকেন তাদেরকে কী বলা হয়?** [বাগেরহাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

ক নাট্যশিল্পী ● চিত্রশিল্পী
গ নৃত্যশিল্পী ঘ সংগীতশিল্পী

২. **যারা গান করেন তাদেরকে কী বলা হয়?** (জ্ঞান)

ক নাট্যশিল্পী খ চিত্রশিল্পী
গ নৃত্যশিল্পী ● সংগীতশিল্পী

৩. **যারা নৃত্য পরিবেশন করেন তাদেরকে কী বলা হয়?** (জ্ঞান)

ক নাট্যশিল্পী খ চিত্রশিল্পী
● নৃত্যশিল্পী ঘ সংগীতশিল্পী

৪. কোন শ্রেণি পর্যন্ত শিশু নিজে নিজে ছবি আঁকবে? (জ্ঞান)
● পঞ্চম খ ষষ্ঠ
গ সপ্তম ঘ অষ্টম

৫. চলচ্চিত্রশিল্পী বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)
● যারা অভিনয় করে খ যারা ছবি আঁকে
গ যারা গান গায় ঘ যারা নৃত্য পরিবেশন করে

৬. নয়ন চিত্রশিল্পী হতে চায়। তাই তাকে নিয়মিত কী করতে হবে? (প্রয়োগ)
ক নিয়মিত গান করতে হবে ● নিয়মিত চিত্র আঁকতে হবে
গ নিয়মিত অভিনয় করতে হবে ঘ নিয়মিত নাচতে হবে

৭. শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে নিচের কোনটি প্রয়োজন? (জ্ঞান)
● অনুশীলন খ রেওয়াজ
গ সহযোগিতা ঘ অর্থ

৮. শিশুকে ছবি আঁকা শেখানোর জন্য প্রথমে কোনটিকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত? (জ্ঞান)
ক নিয়মকানুন শেখানো খ শিক্ষকের সাহায্য নেওয়া
● নিজের ইচ্ছায় ছবি আঁকতে দেওয়া ঘ রঙের ব্যবহার শিখানো

৯. লাবিব ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। এ সময় সে ছবি আঁকা শিখবে কীভাবে? (প্রয়োগ)
ক নিজে নিজে ● নিয়মকানুন জেনে
গ অন্যের সহযোগিতা ছাড়া ঘ বন্ধুদের সাথে দলবদ্ধ হয়ে

১০. নিয়মকানুন মেনে শিক্ষা গ্রহণ করাকে কী বলা হয়? (জ্ঞান)
● প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা খ পারিবারিক শিক্ষা
গ সাংস্কৃতিক শিক্ষা ঘ সামাজিক শিক্ষা

১১. শিল্পকলার চর্চা করা যায় কোন বয়সে? [রংপুর জিলা স্কুল, রংপুর]
ক শিশু বয়সে খ কৈশোরে
গ বৃদ্ধ বয়সে ● যেকোনো বয়সে

১২. প্রিয়া কোন শ্রেণি থেকে নিয়মকানুন জেনে ছবি আঁকতে পারবে? [রংপুর জিলা স্কুল]
ক ৫ম শ্রেণি ● ষষ্ঠ শ্রেণি
গ ৭ম শ্রেণি ঘ ৮ম শ্রেণি

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৩. গান গাওয়ার জন্য ভালো করে বুঝে নিতে হয়– (অনুধাবন)
i. সুর
ii. তাল
iii. লয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৪. চিত্রকলার ক্ষেত্রে– (অনুধাবন)
i. নিয়মিত ছবি আঁকতে হয়
ii. চর্চা করতে হয়
iii. অনুশীলন করতে হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৫. আঁকার ক্ষেত্রে শিশুরা ছবি আঁকবে– [খুলনা জিলা স্কুল]
i. ইচ্ছেমতো
ii. নিজের চিন্তায়
iii. নিয়মকানুন জেনে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৬ ও ১৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সায়মা তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। তার মা মিসেস মরিয়ম তাকে সাত রং আর্ট সেন্টারে ভর্তি করাতে নিয়ে গেলেন। সাত রং আর্ট সেন্টারের প্রধান শিক্ষিকা সায়মাকে ভর্তি না করিয়ে বাড়িতে নিজে নিজে ছবি আঁকা শিখার পরামর্শ দেন।

১৬. সায়মা কোন শ্রেণি থেকে সাত রং আর্ট সেন্টারে ভর্তি হয়ে নিয়মকানুন জেনে ছবি আঁকতে পারবে? (প্রয়োগ)
ক চতুর্থ শ্রেণি খ পঞ্চম শ্রেণি
● ষষ্ঠ শ্রেণি ঘ সপ্তম শ্রেণি

১৭. প্রধান শিক্ষিকা সায়মাকে তার প্রতিষ্ঠানে ভর্তি না করানোর কারণ– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. মেয়েদের আর্ট শেখার দরকার নেই
ii. সে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে
iii. নিয়মকানুন জেনে ছবি আঁকার বয়স হয়নি বলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ পাঠ : ২ ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ০২

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৮. কত সালে চিত্রকলা শেখার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়? [বাগেরহাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক ১৯৪৭ ● ১৯৪৮ গ ১৯৫১ ঘ ১৯৫২

১৯. চিত্রকলা শেখার প্রতিষ্ঠান কোথায় গড়ে তোলা হয়? (জ্ঞান)
ক রাজশাহী খ চট্টগ্রাম
● ঢাকা ঘ খুলনা

২০. ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয় কত সালে? (জ্ঞান)
● ১৯৪৭ খ ১৯৪৮
গ ১৯৪৯ ঘ ১৯৫২

২১. ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে কত বছর শাসন করে? (জ্ঞান)
ক একশ ● দুইশ
গ তিনশ ঘ চারশ

২২. ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর ভারত কয়টি অংশে ভাগ হয়? (জ্ঞান)
● দুই খ তিন
গ চার ঘ পাঁচ

২৩. পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী কোথায় ছিল? (জ্ঞান)
● ঢাকা খ ইসলামাবাদ
গ দিলির ঘ কলকাতা

২৪. স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আগেই ঢাকায় যে শিল্পপ্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলা হয় সেটির সাথে সম্পৃক্ত কোনটি? (জ্ঞান)
ক নাট্যকলা খ সংগীতশিল্প
● চারুকলা ঘ কুটিরশিল্প

২৫. শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে শিল্পশিক্ষা সম্পন্ন করেন? (জ্ঞান)
ক গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ ● কলকাতা আর্ট কলেজ
গ গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট ঘ কলকাতা আর্ট ইনস্টিটিউট

২৬. আমাদের দেশের চিত্র শিল্পের পথিকৃৎ কে? (জ্ঞান)
ক হাশেম খান খ আবু তাহের
● জয়নুল আবেদিন ঘ আহসান হাবীব

২৭. নিচের কোন শিল্পী পটুয়া নামে পরিচিত? [আমর্ড পুলিশ ব্যাটালিয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বগুড়া]
ক জয়নুল আবেদিন ● কামরুল হাসান
গ হাশেম খান ঘ সফিউদ্দিন আহমেদ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৮. ১৯৪৮ সালে সামাজিকভাবে ছবি আঁকার গ্রহণযোগ্যতা ছিল না কারণ–(অনুধাবন)
i. ছবি এঁকে উপার্জনের ব্যবস্থা ছিল না
ii. শিল্পীদের জন্য সরকারি চাকরি ছিল না
iii. সামাজিক কুসংস্কার ও গোঁড়ামি ছিল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৯. কলকাতা আর্ট কলেজের শিক্ষক ছিলেন– (অনুধাবন)
i. আনোয়ারুল হক
ii. কামরুল হাসান
iii.আমিনুল ইসলাম
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩০ ও ৩১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রাকিব ও রাহাত দুই ভাই একটি স্কুলে পড়ালেখা করে। তাদের অনেক বন্ধু আর্ট প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে ছবি আঁকা শেখে। রাকিব ও রাহাতের ইচ্ছা থাকলেও তারা সামাজিক বাধার কারণে ছবি আঁকা শিখতে পারে না।

৩০. রাকিব ও রাহাতের বাবার ছবি আঁকা বিষয়ে এমন ধারণার কারণ কী?(প্রয়োগ)
● সামাজিক কুসংস্কার খ বর্তমান সামাজিক অবস্থা
গ প্রযুক্তিগত বাধা ঘ অভাব–অনটন

৩১. রাকিব ও রাহাতের মতো ছবি আঁকার সামাজিক বাধা ছিল– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ১৯৪৮ সালে
ii. দেশ ভাগাভাগির পর
iii. কোলকাতা আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার পর
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ পাঠ : ৩ ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ০৩

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩২. তৎকালীন পাকিস্তান সরকার অবহেলায় শিল্পীদের প্রস্তাব বাতিল করে দেয় কেন? [রংপুর জিলা স্কুল]
● ইসলামিক দেশ বলে খ হিন্দু দেশ বলে
গ খ্রিস্টান দেশ বলে ঘ বৌদ্ধ ধর্মের দেশ বলে

৩৩. আমাদের দেশে মানুষকে সচেতন করতে চিত্রকলা মাধ্যম সবচেয়ে বেশি উপযোগী কেন? [খুলনা জিলা স্কুল]
ক লেখাপড়া জানা মানুষের সংখ্যা বেশি
● লেখাপড়া জানা মানুষের সংখ্যা কম
গ শিক্ষিত অভিজাত লোকের সংখ্যা বেশি
ঘ অশিক্ষিত ধনী লোকের সংখ্যা বেশি

৩৪. সরকারের বিভিন্ন কাজে চিত্রশিল্পীর প্রয়োজন হয় কেন? [খুলনা জিলা স্কুল]
ক নথিপত্র সংরক্ষণে খ ম্যানুয়াল ও প্রচ্ছদ তৈরিতে
● পোস্টার ও প্রচারপত্র তৈরিতে ঘ প্রামাণ্য অনুষ্ঠান নির্মাণে

৩৫. অয়নের গ্রামের অধিকাংশ কৃষকই অশিক্ষিত। এক্ষেত্রে সে কীভাবে তাদেরকে কৃষিবিষয়ক পরামর্শ দিতে পারে? (প্রয়োগ)
● চিত্রকলার মাধ্যমে খ বই লিখে
গ মাইকিং করে ঘ মৌখিকভাবে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৬. সরকারের যে সকল প্রচার কাজে চিত্রশিল্পীদের প্রয়োজন হতে পারে তা হলো– (অনুধাবন)
i. রাস্তায় হাঁটাচলার নিয়ম কানুন জানাতে
ii. আইনসংক্রান্ত নিয়ম কানুন জানাতে
iii.বাস–ট্রাক চলাচলের নিয়ম কানুন জানাতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৭. সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে শিল্পীদের প্রয়োজনের কারণ– (অনুধাবন)
i. তাঁরা চিকিৎসা প্রদান করবেন
ii. ছবি এঁকে স্বাস্থ্য জ্ঞান প্রদান করবেন
iii. বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান করবেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ● ii
গ iii ঘ i, ii ও iii

৩৮. শিল্প–কারখানার ক্ষেত্রে চিত্রশিল্পীরা অবদান রাখতে পারবেন– (অনুধাবন)
i. নানা রকম রঙে মোড়ক তৈরিতে
ii. বিজ্ঞাপন বানাতে
iii. পণ্য বিপণনে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৯. চিত্রকলা শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ– (অনুধাবন)
i. মানুষের কল্যাণে
ii. সমাজের কল্যাণে
iii. দেশের কল্যাণে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪০ ও ৪১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রংধনু আর্ট সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত এক ছবি আঁকা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে শিল্পী হাশেম খান প্রধান অতিথি ছিলেন। তিনি পুরস্কার বিতরণ শেষে সবার উদ্দেশে বললেন একটি সুন্দর ও রুচিশীল সমাজ গঠনে চিত্রশিল্পীদের প্রয়োজন রয়েছে।

৪০. রংধনু আর্ট সেন্টারের কাজের প্রভাব কী হতে পারে? (প্রয়োগ)
ক অবাধ প্রতিযোগিতা ● সুন্দর সমাজ
গ লাভজনক ব্যবসা ঘ উন্নত দেশ

৪১. হাশেম খানের কাজের ফলে মানুষের জীবন হয়েছে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সুন্দর
ii. রুচিশীল
iii. কর্মব্যস্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ পাঠ : ৪ ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ০৪

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪২. চারুকলা প্রতিষ্ঠান শুরু হওয়ার কয় বছরের মধ্যে চিত্রশিল্পীরা প্রমাণ করলেন যে, ধর্মের দোহাই একটি বাজে অজুহাত? (জ্ঞান)
ক ৩–৪ ● ৪–৫
গ ৫–৬ ঘ ২–৩

৪৩. নিচের কোন ব্যক্তি পাকিস্তান সরকারের জনশিক্ষা বিভাগের প্রধান ছিলেন? (জ্ঞান)
ক জয়নুল আবেদিন ● ড. কুদরত–এ–খুদা
গ কামরুল হাসান ঘ আনোয়ারুল হক

৪৪. 'ইসলামি দেশে ছবি আঁকা নাছারা বা পাপের কাজ' এমন মন্তব্য শুরু হওয়ার কারণ কী ছিল? (অনুধাবন)
ক শিক্ষিত সমাজ খ অশিক্ষিত সমাজ
● ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ ঘ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ

৪৫. শিল্পীদের উদ্যোগকে প্রশংসা করে কারা এগিয়ে আসেন? (জ্ঞান)
ক সাধারণ মানুষ খ বিপ্লবী জনতা
● বিদ্যোৎসাহী মানুষ ঘ শিক্ষিত সমাজ

৪৬. স্বাধীন খবরের কাগজে শিল্পশিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে লেখালেখি করে। স্বাধীনের এ কাজটি নিচের কার কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? (প্রয়োগ)
ক আলী আহসান ● মুনীর চৌধুরী
গ আবুল হাসেম ঘ আহসান হাবীব

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৭. শিল্পীদের পাশে থাকা সরকারি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নামের তালিকায় লিমন যে নামগুলো লিখবে– (প্রয়োগ)
i. সলিমুলরাহ ফাহমি
ii. আবুল কাশেম
iii. মুনীর চৌধুরী
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪৮. চারুকলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠার গুরুত্ব নিয়ে খবরের কাগজে লেখালেখি করেছিলেন– (অনুধাবন)
i. কামরুল হাসান
ii. শওকত ওসমান
iii. মুনীর চৌধুরী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ পাঠ : ৫ ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ০৪

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৯. গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট কত তারিখে প্রতিষ্ঠা করা হয়? (জ্ঞান)
● ১৫ নভেম্বর খ ৩০ নভেম্বর
গ ৩০ অক্টোবর ঘ ৩০ ডিসেম্বর

৫০. ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত চারুকলা প্রতিষ্ঠানের নাম কী ছিল? [বাগেরহাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক পূর্ব পাকিস্তান আর্ট একাডেমি খ ঢাকা চারুকলা ইনস্টিটিউট
● গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট ঘ চারুকলা একাডেমি

৫১. গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউটে প্রথম বছর কয়জন ছাত্র ভর্তি হয়েছিল? [খুলনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক ১০ খ ১১
● ১২ ঘ ১৩

৫২. গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউটে কে প্রথম অধ্যক্ষ হয়েছিলেন? (জ্ঞান)
● জয়নুল আবেদিন খ শফিক আহমেদ
গ আনোয়ারুল হক ঘ কামরুল হাসান

৫৩. ১৯৪৭–এ দেশ ভাগ হওয়ার কয় বছর পর কলকাতার অনুরূপ ঢাকায় একটি চিত্রকলা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)
● এক খ দুই
গ তিন ঘ চার

৫৪. বাংলাদেশের কোথায় সর্বপ্রথম ছবি আঁকা প্রতিষ্ঠানের কাজ শুরু হয়? (জ্ঞান)
● ঢাকার নবাবপুরে খ ঢাকার মতিঝিলে
গ ঢাকার শাহবাগে ঘ রাজশাহীতে

৫৫. দেশ বিভাগের এক বছর পর ঢাকায় গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় কোনটির অনুরূপে? (অনুধাবন)
ক পশ্চিম পাকিস্তান আর্ট ইনস্টিটিউট
খ ইন্ডিয়ান আর্ট ইনস্টিটিউট
● কলকাতা আর্ট কলেজ
ঘ পাকিস্তান চারুকলা একাডেমি

৫৬. গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার দুই বছর পর কে শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন? (জ্ঞান)
ক আমিনুল ইসলাম খ আনোয়ারুল হক
● মোহাম্মদ কিবরিয়া ঘ কামরুল হাসান

৫৭. মাহিন চারুকলা বিষয়ে পড়াশোনা করছে। বাংলাদেশে তার পঠিত এ বিষয়ের সূচনা হয়েছিল কবে? (প্রয়োগ)
ক ১৯৪৭ সালে ● ১৯৪৮ সালে
গ ১৯৪৯ সালে ঘ ১৯৫০ সালে

৫৮. কত বছর সংগ্রামের পর ঢাকায় চিত্রকলা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? [ভোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
● এক খ দুই
গ তিন ঘ চার

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৯. জয়নুল আবেদিন, আনোয়ারুল হক, সফিউদ্দিন আহমেদ এঁরা সকলেই– (অনুধাবন)
i. কলকাতা আর্ট কলেজে পড়েছেন
ii. দেশভাগের পর ঢাকায় চলে এসেছেন
iii. কলকাতা আর্ট কলেজে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬০. গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট– (অনুধাবন)
i. ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়
ii. প্রথমে ১২ জন ছাত্র নিয়ে যাত্রা শুরু করে
iii. প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন জয়নুল আবেদিন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬১. কলকাতা আর্ট কলেজে শিক্ষকতা করেছেন– (অনুধাবন)
i. হাশেম খান
ii. জয়নুল আবেদিন
iii. সফিউদ্দিন আহমেদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৬২ ও ৬৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মশিউর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারবকলা বিভাগে পড়াশোনা করে। সে বাংলাদেশের চারবকলা শিৰার ইতিহাস পড়ে জানতে পারে, এদেশে চারবকলা শিৰার সূচনা হয়েছিল ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পরে এবং সেটি ছিল অনেক প্রচেষ্টার ফসল।

৬২. উদ্দীপকের মশিউর বাংলাদেশের প্রথম হিসেবে কোন প্রতিষ্ঠানের নাম জানবে? (প্রয়োগ)

ক ঢাকা আর্ট কলেজ খ পাকিস্তান আর্ট কলেজ
● গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট ঘ পাকিস্তান আর্ট ইনস্টিটিউট

৬৩. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি কীভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল? (উচ্চতর দৰতা)

● বাঙালি শিল্পীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়
খ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পীদের যৌথ উদ্যোগে
গ জয়নুল আবেদিনের একক প্রচেষ্টায়
ঘ সরকারের প্রচেষ্টায়

➲ পাঠ : ৬ ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ০৫

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬৪. শিল্পশিক্ষার আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদেরকে কী বলা হয়? (জ্ঞান)

ক বিদ্রোহী শিল্পী ● পথিকৃৎ শিল্পী
গ নবীন শিল্পী ঘ তরবণ শিল্পী

৬৫. প্রথম ব্যাচের ১২ জন শিল্পীর মধ্যে কয়জন খ্যাতিমান শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন? (জ্ঞান)

ক এক ● দুই
গ তিন ঘ চার

৬৬. শিল্প শিক্ষার আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারীদের পথিকৃৎ শিল্পী বলার কারণ কী? (অনুধাবন)

● তাঁরা শিল্প শিৰার পথ দেখিয়েছেন
খ তারা চারবকলার শিৰক ছিলেন
গ শিল্পচর্চাকে আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছে দিয়েছেন
ঘ শিল্পীদের জন্য সম্মানজনক পদ তৈরি করেছেন

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬৭. গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রথম ব্যাচের ১২ জন ছাত্রের মধ্যে খ্যাতিমান শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান– (অনুধাবন)

i. আমিনুল ইসলাম
ii. দেবদাস চক্রবর্তী
iii. সৈয়দ শফিকুল হোসেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৬৮ ও ৬৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

শিকড় ছবি আঁকার প্রতিষ্ঠানটি মাত্র বার জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে ২০০১ সালে যাত্রা শুরব করলেও বর্তমানে এর শিৰার্থীর সংখ্যা প্রায় দুইশত। ইতোমধ্যে অনেক শিৰার্থী এখান থেকে শিৰাসম্পন্ন করে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়াসহ বাংলাদেশের চারবকলা শিৰার উন্নতিতে যথেষ্ট অবদান রাখছে।

৬৮. উদ্দীপকের 'শিকড়' চারুকলা প্রতিষ্ঠানের সাথে কোন প্রতিষ্ঠান সাদৃশ্যপূর্ণ? (প্রয়োগ)

ক গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ
● গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট
গ চারবকলা ইনস্টিটিউট
ঘ চারবকলা কলেজ

৬৯. প্রথম ব্যাচে উক্ত প্রতিষ্ঠানের শিল্পীরা– (উচ্চতর দৰতা)

i. সবাই ছিলেন খ্যাতিমান
ii. চিত্রকলা পেশা হিসেবে বেছে নেন
iii. চিত্রশিল্পের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে অবদান রাখেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ পাঠ : ৭ ও ৮ ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ০৫

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৭০. বাংলাদেশের শিল্পকলাকে যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছেন কে?
[শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ; বাগেরহাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

ক হামিদুর রহমান ● জয়নুল আবেদিন
গ কামরবল হাসান ঘ খাজা শফিক আহমেদ

৭১. চিত্রশিল্পীদের প্রতিষ্ঠিত করতে জয়নুল আবেদিন কী সংগঠিত করেছিলেন? (জ্ঞান)

ক শিৰা আন্দোলন ● সাংস্কৃতিক আন্দোলন
গ রাজনৈতিক আন্দোলন ঘ শিল্প চেতনার আন্দোলন

৭২. আসিফ চিত্রশিল্পের উন্নয়নের জন্য ছাত্র–শিক্ষককে নিয়ে যৌথ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তার এ প্রচেষ্টাকে কী বলা যায়? (প্রয়োগ)

ক রাজনৈতিক আন্দোলন খ ধর্মীয় আন্দোলন
● সাংস্কৃতিক আন্দোলন ঘ শিল্প আন্দোলন

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৭৩. চিত্রশিল্পীদের সংগ্রামের ফলস্বরূপ বাংলাদেশের শিল্প চেতনার– (অনুধাবন)

i. নিজস্ব রূ প প্রকাশ পেয়েছে
ii. নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে
iii. নিজস্ব কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭৪. চিত্রশিল্পীরা ভূমিকা রাখতে পারছে– (অনুধাবন)

i. সুন্দর সমাজ গঠনে
ii. সুন্দর রাষ্ট্র গঠনে
iii. সুন্দর পরিবার গঠনে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৭৫ ও ৭৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

চিত্রশিল্পী সঞ্জয় বাংলাদেশে চারবকলা শিৰার উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক মান অর্জনের লৰ্যে ছাত্র–শিৰকদের নিয়ে জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ফলে বাংলাদেশে চিত্রশিল্পী পেশা গুরবত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের শিল্পকর্মগুলো এক বিশেষ স্থান দখল করেছে।

৭৫. চিত্রশিল্পী সঞ্জয়ের চারুকলা শিক্ষার উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে কী নামে অভিহিত করা যায়? (প্রয়োগ)

ক সামাজিক আন্দোলন খ ধর্মীয় আন্দোলন
গ অর্থনৈতিক আন্দোলন ● সাংস্কৃতিক আন্দোলন

৭৬. চিত্রকলা সম্পর্কে শিল্পী সঞ্জয়ের চেতনা কী হতে পারে বলে তুমি মনে কর? (উচ্চতর দৰতা)

ক অনেক অর্থ উপার্জনের সুযোগ
● সুন্দর ও রবচিশীল সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখে
গ আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে

ঘ) বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ রয়েছে

অভিজ্ঞ বিষয়শিক্ষক প্রণীত সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ শিশুকে কখনো নির্দেশ দিয়ে ছবি আঁকানো উচিত নয় কেন?
[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল]

উত্তর : শিশুকে কখনো নির্দেশ দিয়ে ছবি আঁকানো উচিত নয়, কারণ আঁকার ৰেত্রে শিশুদের নিয়মকানুন জেনে ছবি আঁকার চেয়ে নিজের ইচ্ছেমতো নিজের চিন্তা, স্বপ্ন অনুযায়ী ছবি আঁকতে দেওয়া উচিত। শিশুদের নির্দেশ দিয়ে ছবি আঁকানো হলে তাদের নিজস্ব চিন্তা-চেতনা ও ইচ্ছাকে সীমাবদ্ধ করা হয়। ফলে তারা ছবি আঁকার উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। তাই শিশুরা ইচ্ছেমতো, নিজের চিন্তা, স্বপ্ন ও ইচ্ছাকে রং তুলিতে সহজে এঁকে ফেলুক এবং এগুলোকে গুরবত্ব দেয়া উচিত। এর ফলে শিশুরা অপার আনন্দে খুবই সুন্দর ছবি আঁকবে।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ দেশ বিভাগের সময় সামাজিকভাবে ছবি আঁকা বিষয়ের গ্রহণযোগ্যতা ছিল না কেন?

উত্তর : দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকাতে চারবকলা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে শিল্পীরা অনেক বাধার সম্মুখীন হন। সামাজিকভাবে তখন ছবি আঁকার গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। কারণ ছবি এঁকে কেউ জীবনযাপন করবে এটা কেউ ভাবতেই পারত না। ছবি এঁকে উপার্জন করার মতো তেমন কোনো ব্যবস্থাও দেশে ছিল না। যারা ছবি আঁকবেন তাদের জন্য কোনো সরকারি চাকরির ৰেত্র ছিল না। সরকার চিত্রশিল্পীদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো গুরবত্ব দিত না। এছাড়া একটি বড় বাধা ছিল সামাজিক কুসংস্কার, গোঁড়ামি ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ। এসব কারণেই দেশ বিভাগের সময় ছবি আঁকার গ্রহণযোগ্যতা ছিল না।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ পাকিস্তান সরকার কেন শিল্পীদের আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব বাতিল করে দেয়?

উত্তর : ধর্মীয় ভাবধারা নষ্ট হতে পারে এমন ভয়ে পাকিস্তান সরকার শিল্পীদের আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব বাতিল করে দেয়। কারণ দেখায় পাকিস্তান একটি ইসলামিক দেশ। ইসলামি ভাবধারা সর্বত্র প্রতিষ্ঠা পায় এমন শিৰা প্রতিষ্ঠানই এখন পাকিস্তানের জন্য প্রয়োজন। তাই ধর্মীয় ভাবধারা নষ্ট হবে বলে পাকিস্তান সরকার শিল্পীদের আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব বাতিল করে দেয়।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ বাংলাদেশে চারু ও কারুকলা শিক্ষার পথিকৃৎ শিল্পীদের সম্পর্কে লিখ। [সেন্ট যোসেফ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খুলনা;]

উত্তর : স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আগেই ঢাকায় ১৯৪৮ সালে চিত্রকলা শেখার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। কিন্তু কাজটা মোটেও সহজ ছিল না। যারা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেন তারা ছিলেন কয়েকজন পথিকৃৎ চিত্রশিল্পী। এঁরা হলেন- শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, পটুয়া কামরবল হাসান, খাজা শফিক আহমেদ, সফিউদ্দিন আহমেদ, আনোয়ারবল হক ও শফিকুল আমিন। এঁরা সবাই কলকাতা আর্ট কলেজে শিল্পশিৰা সমাপ্ত করেন। সবার সম্মিলিত প্রচেস্টার ফলে ১৫ নভেম্বর ১৯৪৮ সালে ঢাকায় একটি শিল্পবিদ্যাপীঠ গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। অধ্যৰ হিসেবে নিয়োগ পান জয়নুল আবেদিন। প্রথম ব্যাচের শিৰার্থীদের মধ্য থেকে পরবর্তীতে দুজন আমিনুল ইসলাম ও সৈয়দ শফিকুল হোসেন খ্যাতিমান শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। বাংলাদেশে শিল্পশিৰার সূচনা হয়েছিল উপরোলিৱখিত এই মহান শিল্পীদের প্রচেস্টায়। তাঁরাই শিল্পশিৰার আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং ছবি আঁকার পথ দেখিয়েছেন বলে তাঁদেরকে আমরা শিল্পশিৰার পথিকৃৎ বলি।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ বাংলাদেশের প্রথম চারুকলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে লিখ।

উত্তর : ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, পটুয়া কামরবল হাসান, খাজা শফিক আহমেদ, সফিউদ্দিন আহমেদ, আনোয়ারবল হক, শফিকুল আমিন প্রমুখ শিল্পীগণ ঢাকায় কলকাতা আর্ট কলেজের অনুরূপ একটি আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শুরবতে পাকিস্তান সরকার তাদের এ প্রস্তাব বাতিল করে দেয়। কিন্তু শিল্পীগণ চারবকলা শিৰার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরলে সরকারও নমনীয় হয়। ফলে বহু প্রচেস্টার পর ১৫ নভেম্বর ১৯৪৮ সালে ঢাকার নবাবপুরে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের দুটি কামরায় শুরব হয় প্রথম ছবি আঁকার প্রতিষ্ঠান। যার নাম দেওয়া হয় গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট। ১২ জন ছাত্র ভর্তি হয়েছিল প্রথম বছর। অধ্যৰ হিসেবে নিয়োগ পান শিল্পী জয়নুল আবেদিন। অন্য শিৰকরা হলেন- আনোয়ারবল হক, খাজা শফিক আহমেদ, কামরবল হাসান, সৈয়দ আলী আহসান ও শফিকুল আমিন। এভাবে ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতার আগে বাংলাদেশে তথা পূর্ব পাকিস্তানে শিল্পশিৰার সূচনা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ 'ইসলামি দেশে ছবি আঁকা নাছারা বা পাপের কাজ' এমন মন্তব্যের কারণ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : বাংলাদেশে চারবকলা শিৰা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাকল্পে শিল্পী জয়নুল আবেদিন, কামরবল হাসানসহ অনেক বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু সমাজের কিছু মানুষ এমন উদ্যোগের বিরবদ্ধে বিরূপ মন্তব্য শুরব করে। তারা রীতিমতো ফতোয়া দেয় যে, ইসলামি দেশে ছবি আঁকা নাছারা বা পাপের কাজ। তাদের এমন মন্তব্যের কারণ ছিল সামাজিক কুসংস্কার, গোঁড়ামি ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ শিল্পীরা চারুকলা প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারকে কী ধরনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

উত্তর : দেশ ভাগের পর ১৯৪৮ সালে শিল্পী জয়নুল আবেদিন, কামরবল হাসান, আনোয়ারবল হক প্রমুখ শিল্পীগণ বাংলাদেশ তথা পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকাতে একটি শিল্পশিৰার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শিল্পীরা সরকারকে প্রস্তাব দিলেন যে, দেশ ভাগাভাগির পর অনেক বিষয়ের মতো কলকাতা আর্ট কলেজের অর্ধেক পূর্ব বাংলার মানুষ পায়। তাই সহজেই পূর্ব বাংলার মানুষের জন্য রাজধানী ঢাকায় একটি আর্ট কলেজে প্রতিষ্ঠা করা যায়।

প্রশ ॥ ৮ ॥ ঢাকাতে চারুকলা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠায় শিল্পীরা অনেক বাঁধার সম্মুখীন হয়েছিলেন কেন?

উত্তর : তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকাতে চারবকলা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠায় শিল্পীদের অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কারণ সামাজিকভাবে সেইকালে ছবি আঁকা বিষয়ের গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। ছবি এঁকে উপার্জন করার তেমন ব্যবস্থা দেশে ছিল না। সরকারি কোনো চাকরি ছিল না। অন্যদিকে সামাজিক কুসংস্কার ও গোঁড়ামিও একটি বড় বাধা ছিল। তাছাড়া শিল্পীরা সরকারকে একটি আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব দিলে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ধর্মীয় ভাবধারা নষ্ট হবে এই অজুহাতে শিল্পীদের এ প্রস্তাব অবহেলায় বাতিল করে দেয়।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ সমাজে চিত্রশিল্পীদের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
[গভ. ল্যাবরেটরি হাইস্কুল, রাজশাহী]

উত্তর : মানুষের জীবনযাপনকে সুন্দর ও রবচিশীল করার জন্য সমাজে চিত্রশিল্পীর প্রয়োজন আছে। নিচে কয়েকটি প্রয়োজনীয়তার কথা উলেৱখ করা হলো :

১. সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা এবং বিভিন্ন রোগ থেকে নিরাময়ের জন্য ছবি এঁকে পোস্টার তৈরি করে খুব সহজেই বোঝানো যায়, যা বইপুস্তকে লেখালেখি করে বোঝানো সহজ নয়। কারণ, দেশে লেখাপড়া জানা মানুষের

সংখ্যা কম।

২. সরকারের বিভিন্ন প্রচার কাজ যেমন : রাস্তায় হাঁটাচলা, বাস, ট্রাক চলাচলের নিয়মকানুন ইত্যাদির জন্য পোস্টার ও প্রচারপত্র তৈরিতে শিল্পীর প্রয়োজন হয়।

৩. ছবি এঁকে সাধারণ কৃষকদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে বোঝানো যায়। যেমন : সহজে চাষ করা, সেচ দেওয়া, পোকামাকড় থেকে সাবধান থাকা ইত্যাদি।

৪. মানচিত্র আঁকা, স্কুল-কলেজের পুস্তক তৈরির জন্য ছবি আঁকা, চিকিৎসাবিদ্যা ও কারিগরিবিদ্যার বইপুস্তকের জন্য শিল্পীর প্রয়োজন জরুরি।

৫. শিল্প-কলকারখানা থেকে উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারজাতকরণ ও বিদেশে রপ্তানি করতে নানারকম মোড়কে নকশা ও ছবি আঁকতে শিল্পীর প্রয়োজন।

তাই বলা যায়, দেশের কাজে, জনগণের প্রয়োজনে এবং একটা সুন্দর সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে অন্য পেশার মতো সমাজে চিত্রশিল্পীদের প্রয়োজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ বাংলাদেশে চারুকলা প্রতিষ্ঠায় জয়নুল আবেদিনের ভূমিকা উল্লেখ কর।

[খুলনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

উত্তর : তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে শিল্প শিক্ষাপ্রতিষ্ঠায় যারা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন শিল্পী জয়নুল আবেদিন। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আগেই ঢাকায় ১৯৪৮ সালে চিত্রকলা শেখার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। এর উদ্যোগ গ্রহণ করেন যে কয়েকজন চিত্রশিল্পী তাদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান ছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকাতে চারুকলা ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠায় শিল্পীদের অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। শিল্পী জয়নুল আবেদিন ও সমকালীন শিল্পীরা তৎকালীন পাকিস্তান সরকারকে চিত্রশিল্পীর, চারুকলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। অবশেষে ১৯৪৮ সালের ১৫ই নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট। অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন শিল্পী জয়নুল আবেদিন। চারুকলা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেই শিল্পী জয়নুল আবেদিন ক্ষান্ত হননি। শিল্পীরা যাতে সমাজের প্রয়োজনে নানাভাবে ছবি আঁকাকে কাজে লাগাতে পারেন সেদিকেও তিনি নজর দিয়েছিলেন। সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চিত্রশিল্পীদের জন্য সম্মানজনক পদ তৈরি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চিত্রশিল্পের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে জনমত তৈরির জন্য শিক্ষক ও ছাত্ররা যৌথভাবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের চারুকলা শিল্পকে যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য শিল্পী জয়নুল আবেদিন এক বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।